

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/٢٠١)-803

www.motaher21.net

هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ

কেবল এ কারণে কি তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর যে,

Do you criticize us for no other reason than that,

সুরা: আল্ মায়িদাহ

আয়াত নং :-৫৯-৬৩

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ

বল, 'হে কিতাবীরা, কেবল এ কারণে কি তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং পূর্বে নাযিল হয়েছে তার প্রতি? আর নিশ্চয় তোমাদের অধিকাংশ ফাসিক।'

আয়াত:-৬০

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ ۗ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطُّغُوتَ ۗ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ

বল, 'আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট পরিণতির বিচারে এর চেয়ে মন্দ কিছু সংবাদ দেব? যাকে আল্লাহ লা 'নত দিয়েছেন এবং যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন? আর যাদের মধ্য থেকে বাঁদর ও শূকর বানিয়েছেন এবং তারা তাগূতের উপাসনা করেছে। তারাই অবস্থানে মন্দ এবং সোজা পথ থেকে সর্বাধিক বিচ্যুত' ।

আয়াত:-৬১

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا ءَامِنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ

আর যখন তারা তোমাদের নিকট আসে, তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। অথচ অবশ্যই তারা কুফরী নিয়ে প্রবেশ করেছে এবং তারা তা নিয়েই বেরিয়ে গেছে। আর আল্লাহ সে সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত, যা তারা গোপন করত।

আয়াত:-৬২

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

আর তুমি তাদের মধ্য থেকে অনেককে দেখতে পাবে যে, তারা পাপে, সীমালঙ্ঘনে এবং হারাম ভক্ষণে ছুটোছুটি করছে। তারা যা করছে, নিশ্চয় তা কতইনা মন্দ!

আয়াত:- ৬৩

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّيُّونَ وَالْأَخْبَارُ عَنِ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

কেন তাদেরকে রব্বানী ও ধর্মবিদগণ তাদের পাপের কথা ও হারাম ভক্ষণ থেকে নিষেধ করে না? তারা যা করছে, নিশ্চয় তা কতইনা মন্দ!

৫৯-৬৩ নং আয়াতের তাফসীর:

আহলে কিতাবদের যারা ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা করে তাদের মুসলিমদের সাথে শত্রু “তা করার কারণ একটাই যে, মুসলিমরা আল্লাহ তা ‘আলার প্রতি ঈমান রাখে এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ও পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে ঈমান রাখে।

(وَإِذَا جَاءُوكُمْ)

‘তারা যখন তোমাদের নিকট আসে’ এখানে মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আগমন করে কুফরী অবস্থায় আবার বের হয়ে যায় কুফরী অবস্থায়। কোন প্রকার ওয়াজ নসীহত তাদের কাজে আসে না।

(...لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبِّيُّونَ وَالْأَخْبَارُ)

‘কেন আল্লাহও ষালাগণ ও আলেমগণ তাদেরকে খারাপ কথা বলতে ও অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না?’ অত্র আয়াতে আল্লাহ তা ‘আলা আলিম ওলামা ও ধর্ম যাজকদেরকে ভৎসনা করছেন এজন্য যে, সাধারণ মানুষের বেশির ভাগ লোক তাদের সামনে অন্যায অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়, কিন্তু তারা প্রতিরোধ করার কোন ভূমিকা পালন করে না।

অথচ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দেয়ার ব্যাপারে কুরআন ও সহীহ হাদীসে অনেক তাকীদ দেয়া হয়েছে। আমাদের আলিম সমাজকে এসব বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: আল্লাহ তা ‘আলা মু’ মিনদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাদের সম্মুখে কোন খারাপ কাজ বহাল না রাখে। অন্যথায় ভাল-মন্দ সকলকে আঘাব গ্রাস করে নেবে।

যয়নব বিনতু জাহাশ (রাঃ) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে সৎ লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমাদের ধ্বংস করা হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: হ্যাঁ যখন খারাপ কাজ বেশি বৃদ্ধি পাবে। (সহীহ বুখারী হা: ৩৩৪৬)

আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً جَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)

“তোমরা এমন ফেতনা থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালিম কেবল তাদেরকেই ধ্বংস করবে না এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।” (সূরা আনফাল ৮:২০) সুতরাং অন্যাযকারীদের অন্যাযের প্রতিবাদ না করলে অন্যাযের শাস্তি সকলকে ভোগ করতে হবে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মুসলিমদের সাথে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের শত্রু “তার কারণ মূলতঃ ইসলাম।
২. আল্লাহ তা ‘আলার নিকট নিকৃষ্ট জাতি কারা তাদের পরিচয় জানলাম।
৩. মুনাফিকদের ওয়াজ নসীহত কোন কাজে আসে না।
৪. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বাধা না দিলে সকলকেই শাস্তি পাকড়াও করবে।

English Tafsir:-

Tafsir Ibn Kathir:-

Al Mayadah

Verse:- 59-63

هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ

Do you criticize us for no other reason than that,

The People of the Book are Enraged at the Believers Because of their Faith in Allah

Allah says;

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ

Say:"O People of the Scripture!

Allah commands:Say, O Muhammad, to those who mock and jest about your religion from among the People of the Scriptures.

هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ

Do you criticize us for no other reason than that we believe in Allah, and in what has been sent down to us and in that which has been sent down before (us),

Do you have any criticism or cause of blame for us, other than this This, by no means, is cause of blame or criticism.

Allah said in other Ayat,

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

And they had no fault except that they believed in Allah, the Almighty, Worthy of all praise! (85:8)

and,

وَمَا يَنْقُمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ

and they could not find any cause to do so except that Allah and His Messenger had enriched them of His bounty. (9:74)

In an agreed upon Hadith, the Prophet said,

مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ

What caused Ibn Jamil to Yanqim (refuse to give Zakah), although he was poor and Allah made him rich!

Allah's statement,

وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ

and that most of you are rebellious...

is connected to

أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ

(that we believe in Allah, and in that which has been sent down to us and in that which has been sent down before (us)). Therefore, the meaning of this part of the Ayah is:we also believe that most of you are rebellious and deviated from the straight path.

The People of the Scriptures Deserve the Worst Torment on the Day of Resurrection

Allah said next

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مُتُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ

Say:"Shall I inform you of something worse than that, regarding the recompense from Allah!"

The Ayah commands the Prophet to say:Shall I inform you about a worse people with Allah on the Day of Resurrection than what you think of us!

They are you, with these characteristics,

مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ

those who incurred the curse of Allah,

were expelled from His mercy,

وَعَضِبَ عَلَيْهِ

and who incurred His wrath,

and anger, after which He will never be pleased with them,

وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَةَ وَالْحَنَازِيرَ

those of whom He transformed into monkeys and swine,

as we mentioned in Surah Al-Baqarah and as we will mention in Surah Al-A`raf.

Sufyan Ath-Thawri narrated that Ibn Mas`ud said,

"Allah's Messenger was asked if the current monkeys and swine were those whom Allah transformed. He said,

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا أَوْ لَمْ يَمْسُخْ قَوْمًا فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلًا وَلَا عَقَبًا وَإِنَّ الْفِرْدَةَ وَالْحَنَازِيرَ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ

Allah never destroyed a people by transforming them and making offspring or descendants for them. The monkeys and swine existed before that."

This was also recorded by Muslim.

Allah said,

وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ

Those who worshipped Taghut...,

and served them, becoming their servants.

The meaning of this Ayah is:

you, O People of the Scriptures, who mock our religion, which consists of Allah's Tawhid, and singling Him out in worship without others, how can you mock us while these are your characteristics!

This is why Allah said,

أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا

such are worse in rank...,

than what you -- People of the Scriptures -- think of us Muslims,

وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ

and far more astray from the straight path.

`More' in the Ayah does not mean that the other party is `less' astray, but it means that the People of the Scriptures are far astray.

In another Ayah, Allah said,

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا

The dwellers of Paradise will, on that Day, have the best abode, and have the fairest of places for repose. (25:24)

The Hypocrites Pretend to be Believers but Hide their Kufr

Allah said

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ

When they come to you, they say, "We believe." But in fact they enter with (an intention of) disbelief and they go out with the same.

This is the description of the hypocrites, for they pretend to be believers while their hearts hide Kufr.

So Allah said;

وَقَدْ دَخَلُوا

(But in fact they enter) on you, O Muhammad,

بِالْكَفْرِ

(with disbelief) in their hearts and they depart with Kufr, and this is why they do not benefit from the knowledge they hear from you, nor does the advice and reminder move them. So,

وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ

(and they go out with the same) meaning, they alone.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ

and Allah knows all that they were hiding.

Allah knows their secrets and what their hearts conceal, even if they pretend otherwise with His creatures, thus pretending to be what they are not.

Allah, Who has perfect knowledge of the seen and unseen, has more knowledge about the hypocrites than any of His creatures do and He will recompense them accordingly.

Allah's statement

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ

And you see many of them (Jews) hurrying for sin and transgression, and eating illegal things.

They hurry to devour prohibited and illegal things, all the while transgressing against people, unjustly consuming their property through bribes and Riba,

لَيْبِسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Evil indeed is that which they have been doing.

Indeed, horrible is that which they used to do and the transgression that they committed.

Criticizing Rabbis and Learned Religious Men for Giving up on Forbidding Evil

Allah said

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَابُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ

Why do not the Rabbaniyyun and the Ahbar forbid them from uttering sinful words and from eating illegal things.

meaning why don't the Rabbaniyyun and the Ahbar forbid them from this evil!

The Rabbaniyyun are the scholars who are in positions of authority, while the Ahbar are the regular scholars.

لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

Evil indeed is that which they have been performing.

Ali bin Abi Talhah reported from Ibn Abbas,

referring to the Rabbaniyyun, because they abandoned forbidding evil.

Ibn Jarir recorded that Ibn Abbas said,

"There is no Ayah in the Qur'an that has more severe admonition than this Ayah,

(Why do not the Rabbaniyyun and the Ahbar forbid them from uttering sinful words and from eating illegal things. Evil indeed is that which they have been performing)."

Ibn Abi Hatim recorded that Yahya bin Ya`mar said,"

Ali bin Abi Talib once gave a speech, which he started by praising Allah and thanking Him.

He then said, `O people! Those who were before you were destroyed because they committed sins and the Rabbaniyyun and Ahbar did not forbid them from evil. When they persisted in sin, they were overcome by punishment. Therefore, enjoin righteousness and forbid evil before what they suffered also strikes you. Know that enjoining righteousness and forbidding evil does not reduce the provision or shorten the term of life."

Imam Ahmad recorded that Jarir said that the Messenger of Allah said,

مَا مِنْ قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ مَنْ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَعَزُّ مِنْهُ وَأَمْنَعُ وَلَمْ يُعَيِّرُوا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعَذَابٍ

There is no people among whom there are those who commit sins, while the rest are more powerful and mightier than the sinners, yet they do not stop them, but Allah will send a punishment upon them.

Ahmad was alone with this wording.

Abu Dawud recorded it, but in his narration Jarir said,

"I heard the Messenger of Allah saying,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ أَنْ يُعَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلَا يُعَيِّرُوا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا

There is no one who resides among people committing evil among them, and they do not stop him though they are able to do so, but Allah will punish them (all) before they die."

Ibn Majah also recorded this Hadith.

৫৯-৬৩ নং আয়াতের তাফসীর:

তাফসীরে ইবনে কাসীর বলেছেন:-

নির্দেশ হচ্ছে-হে মুমিনগণ! যেসব আহূলে কিতাব তোমাদের দ্বীনকে বিদ্রুপ ও উপহাস করছে তাদেরকে বল-তোমরা আমাদের প্রতি যে বৈরীভাব পোষণ করছে তার কারণ তো এটা ছাড়া আর কিছু নয় যে, আমরা আল্লাহর উপর এবং তার সমুদয় কিতাবের উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং এটা কোন ঈর্ষার কারণ নয় এবং কোন নিন্দারও কারণ নয়। এটা (আরবী) হয়েছে। অন্য আয়াতের আছে (আরবী) অর্থাৎ তারা শুধু এ কারণে প্রতিশোধ নিয়েছে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে মাল দিয়ে ধনী করে দিয়েছেন।
” (৯:৭৪)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আছে-“ইবনে জামীল ওরই বদলা নিচ্ছে যে, সে দরিদ্র ছিল, অতঃপর আল্লাহ তাকে ধনী করে দিয়েছেন।”

তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক, অর্থাৎ, সোজা-সরল পথ থেকে তোমরা সরে পড়েছে। (লুবাব গ্রন্থে রয়েছে যে, একদল ইয়াহুদী নবী (সঃ)-এর কাছে এসে তাকে জিজ্ঞেস করে-আপনি কোন কোন রাসূলের উপর ঈমান এনেছেন? তিনি উত্তরে বলেনঃ “আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর, ইসমাইল (আঃ)-এর উপর, ইয়াকুব (আঃ)-এর উপর, তাঁর সন্তানদের উপর এবং যা দেয়া হয়েছিল, মূসা (আঃ)-কে ও হীসা (আঃ)-কে এবং যা দেয়া হয়েছিল অন্যান্য নবীদেরকে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে।” যখন তিনি হীসা (আঃ)-এর উল্লেখ করলেন তখন তারা নবুওয়াতকে অস্বীকার করলো এবং বললো :“আমরা হীসা (আঃ)-এর উপর ঈমান আনি না এবং যে তাঁর উপর ঈমান এনেছে তার উপরও না।” তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়) তোমরা আমাদের সম্পর্কে যে ধারণা করছো, তাহলে এসো, তোমাদেরকে বলি যে, আল্লাহর নিকট প্রতিফল প্রাপক হিসেবে কে অধিক নিকৃষ্ট! আর একরূপ তোমরাই বটে। কেননা, একরূপ অভ্যাস তোমাদের মধ্যেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে নিষ্ক্ষেপ করেছেন, যাদের উপর তিনি এতো রাগান্বিত হয়েছেন যে, এরপর আর সম্ভব হওয়ার নয় এবং যাদের কোন কোন দলের আকার বিকৃত করতঃ তাদেরকে তিনি বানর ও শূকরে পরিণত করেছেন। তারা তো তোমরাই। সূরায় বাকারায় এর পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল- এখন যেসব বানর ও শূকর রয়েছে এগুলো কি ওরাই? তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ “যে কওমের উপর আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হয় তাদের বংশধর কেউ থাকে না। (অর্থাৎ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেন)। তাদের পূর্বেও শূকর ও বানর ছিল।” এ রিওয়ায়াতটি বিভিন্ন শব্দে সহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসাঈতেও রয়েছে। মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, জিনদের একটি কওমকে সর্প বানিয়ে দেয়া হয়েছিল, যেমন (ইয়াহুদীদের একটি কওমকে) বানর ও শূকর বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ হাদীসটি অত্যন্ত গারীব। তাদের মধ্য হতেই কোন কোন দলকে গায়রুল্লাহর পূজারী বানিয়ে দেয়া হয়। এক কিরআতে -এর সাথে তাগুতে যেরও রয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে প্রতিমার গোলাম বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। হযরত বুরাইদাহ আসলামী (রাঃ) এটাকে আবেদুত তাগুতে পড়তেন। আবু জাফর কারী হতে আবেদাত্ তাগুতু -এ পঠনও বর্ণিত আছে। এতে অর্থের দূরত্ব এসে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দূরত্বও নয়। ভাবার্থ এই যে, তোমরা ওরাই যাদের মধ্যে তাগুতের পূজা করা হয়েছে। মোটকথা, আহলে কিতাবকে দোষারোপ করে বলা হচ্ছে- তোমরা তো আমাদেরকে দোষারূপ করছো, অথচ আমরা একতুবাদী। আমরা শুধু এক আল্লাহকে মেনে থাকি। আর তোমরা তো হচ্ছে ওরাই যে, তোমাদের মধ্যে সব কিছুই পাওয়া যায়। এ কারণেই শেষে বলা হয়েছে-এ লোকেরাই সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে খুবই নিকৃষ্ট পর্যায়ের। তারা সীরাতে মুসতাকীম থেকে বহুদূরে। তারা ভুল ও বিভ্রান্তির পথে রয়েছে। এখানে (আরবী) ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এতো অধিক পথভ্রষ্ট আর কেউই হতে পারে না। যেমনঃ (আরবী) (২৫:২৪)-এ আয়াতে রয়েছে।

অতঃপর মুনাফিকদের একটি বদ অভ্যাসের কথা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে জানিয়ে দিয়ে বলেছেনঃ বাহ্যিকভাবে তো মুমিনদের সামনে তারা ঈমান প্রকাশ করে থাকে, কিন্তু তাদের ভেতর কুফরীতে পরিপূর্ণ। তারা তোমার কাছে কুফরীর অবস্থাতেই আগমন করে এবং যখন ফিরে যায় তখন কুফরীর অবস্থাতেই ফিরে যায়। তোমার কথা ও উপদেশ তাদের উপর মোটেই ক্রিয়াশীল হয় না। ভেতরের এ কলুষতা দ্বারা কি উপকার তারা লাভ করবে? যার কাছে তাদের কাজ, তিনি আলেমুল গায়েব। অদৃশ্যের

সমস্ত খবরই তো তিনি জানেন। তাদের অন্তরের গোপন কথা তার কাছে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সেখানে গিয়ে তাদেরকে এর পূর্ণ ফল ভোগ করতে হবে।

হে নবী (সঃ)! তুমি তো স্বচক্ষে দেখেছো যে, তারা দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে কিভাবে পাপ, যুলুম ও হারাম ভক্ষণে নিপতিত হচ্ছে! তাদের কৃতকর্মগুলো অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। তাদের অলী উল্লাহরা অর্থাৎ আবেদ ও আলেমরা তাদেরকে এসব কাজ থেকে বিরত রাখছে না কেন? প্রকৃতপক্ষে ঐসব আলেম ও পীরের কাজগুলোও খারাপ হয়ে গেছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আলেম ও ফকীর দরবেশদের ধমকের জন্যে এর চেয়ে বেশী কঠিন আয়াত কুরআন কারীমে আর একটিও নেই। হযরত যহহাক (রঃ) হতেও এরকমই বর্ণিত আছে। একদা হযরত আলী (রাঃ) এক খুৎবায় আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর বলেনঃ “হে লোক সকল! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তারা অসৎ কাজে লিপ্ত থাকতো এবং তাদের আলেমরা ও আল্লাহওয়ালারা সম্পূর্ণরূপে নীরব থাকতো। যখন এটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হলো তখন আল্লাহ তাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি অবতীর্ণ করলেন। সুতরাং তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যে শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল সেই শাস্তিই তোমাদের উপর অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তোমাদের উচিত মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। বিশ্বাস রেখো যে, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান না তোমাদের রিস্ক বা খাদ্য কমাতে, না তোমাদের মৃত্যু নিকটবর্তী করবে। সুনানে আবি দাউদে হযরত জাবীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি-“যে কওমের মধ্যে কোন লোক অবাধ্যতার কাজ করে এবং ঐ কওমের লোকগুলো বাধা দেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে ঐ কাজ থেকে বিরত রাখে না, তাহলে আল্লাহ সবারই উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বেই স্বীয় শাস্তি নাযিল করবেন।” সুনানে ইবনে মাজাতেও এ বর্ণনাটি রয়েছে।

তফসীরে তাফহীমুল কুরআন বলেছেন:-

টিকা:৯১) এখানে স্বয়ং ইহুদীদের দিকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের ইতিহাস বলছে, বারবার আল্লাহর গযব ও লানতের শিকার হয়েছে। শনিবারের আইন ভাঙার কারণে তাদের কওমের বহু লোকের চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে। এমনকি তারা অধঃপতনের এমন নিম্নতম পর্যায়ে নেমে গেছে যে, তাদেরকে তাগুত তথা আল্লাহর বিদ্রোহী শক্তির দাসত্ব পর্যন্ত করতে হয়েছে। সার কথা হচ্ছে এই যে, তোমাদের নির্লজ্জতা ও অপরাধমূলক কার্যক্রমের কি কোন শেষ আছে? তোমরা নিজেরা ফাসেকী, শরীয়াত বিরোধী কার্যকলাপ ও চরম নৈতিক অধঃপতনের মধ্যে নিমজ্জিত আছে আর যদি অন্য কোন দল আল্লাহর ওপর ঈমান এনে সাক্ষা দ্বীনদারীর পথ অবলম্বন করে তাহলে তোমরা তার বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে যাও।

তফসীরে আবুবকর যাকারিয়া বলেছেন:-

[১] এ বাক্যে আল্লাহ তা’ আলা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে সম্বোধন করে সবার পরিবর্তে অধিকাংশকে ঈমান থেকে বিচ্যুত বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ এই যে, তাদের কিছুসংখ্যক লোক এমনও ছিল,

যারা সর্বাবস্থায় ঈমানদার ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিল তাওরাত ও ইঞ্জলের নির্দেশাবলীর অনুসারী এবং এতদুভয়ে বিশ্বাসী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তি এবং কুরআন নাযিলের পর তারা রাসূল ও কুরআন অনুসারে তাদের জীবন যাপন করেছিল। তখন আয়াতের অর্থ হবে, “তোমরা এজন্যই আমাদের সাথে শক্রতা পোষণ করে থাক যে আমরা ঈমান এনেছি, আর তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক হয়েছ। সুতরাং আমাদের ঈমান ও তোমাদের অধিকাংশের ফাসেকীই তোমাদেরকে আমাদের শক্রতায় নিপতিত করেছে” । এ আয়াতের অন্য একটি অনুবাদ হতে পারে, “আর তোমরা আমাদের সাথে এ জন্যই শক্রতা করে থাক, কারণ তোমাদের অধিকাংশই ফাসেক” । তাছাড়া আরেকটি অনুবাদ এও হতে পারে যে, “আর তোমরা এ জন্যই আমাদের সাথে শক্রতা করে থাক, আমরা আল্লাহ ও তিনি আমাদের উপর যা নাযিল করেছেন এবং যা তোমাদের উপর নাযিল করেছেন, তার উপর ঈমান এনেছি, আর আমরা এও বিশ্বাস করি যে, তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক” । [ফাতহুল কাদীর, সা’ দী, মুয়াসসার]

[২] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ কোন বিকৃতদের বংশ বা উত্তরাধিকার রাখেন নি। এর আগেও বানর ও শূকর ছিল” । [মুসলিম: ২৬৬৩] সুতরাং বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা এভাবে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়েছিল তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটেনি। বানর ও শূকর এ ঘটনার আগেও ছিল, বর্তমানেও আছে। বর্তমান বানর ও শূকরের সাথে বিকৃতদের কোন সম্পর্ক নেই।

[৩] আয়াতে অধিকাংশ ইয়াহুদীদের চারিত্রিক বিপর্যয় ও ক্রমাগত ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে -যাতে শ্রোতারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং এসব কার্যকলাপ ও তার কারণ থেকে আত্মরক্ষা করে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, তাদের সম্পর্কে দৌড়ে দৌড়ে পাপে পতিত হওয়া শিরোনাম ব্যবহার করে কুরআনুল কারীম ইঙ্গিত করেছেন যে, তারা এসব কুঅভ্যাসে অভ্যস্ত অপরাধী এবং এসব কুকর্ম মজ্জাগত হয়ে তাদের শিরা-উপশিরায় জড়িত হয়ে গেছে। এখন তারা ইচ্ছা না করলেও সেদিকেই চলে। এতে বুঝা যায় যে, মানুষ সৎ কিংবা অসৎ যে কোন কাজ উপর্যুপরি করতে থাকলে আন্তে আন্তে তা মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এরপর তা করতে তার কোনরূপ কষ্ট ও দ্বিধা হয় না। ইয়াহুদীরা কুঅভ্যাসে এ সীমায়ই পৌঁছে গিয়েছিল। অথচ তারা মনে করে যে, তারা উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন। তারা যা আমল করে তা কতই না মন্দ! [সা’ দী] এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে, (يَسْرَعُونَ فِي الْآيَاتِ) অর্থাৎ “তারা দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে পাপে পতিত হয়।” সৎকর্মে নবী এবং ওলীদের অবস্থাও তদ্রূপ। তাদের সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে এসেছে, (يَسْرَعُونَ فِي الْآيَاتِ) অর্থাৎ “তারা দৌড়ে দৌড়ে পৃথক কাজে আত্মনিয়োগ করে” । [সূরা আল-আম্বিয়া: ৯০]

[৪] কোন কোন মুফাসসির বলেন, রব্বানী বলে নাসারাদের আলেম সম্প্রদায়, আর আহবার বলে ইয়াহুদীদের আলেমদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অপর মুফাসসিরগণ মনে করেন, এখানে শুধু ইয়াহুদীদের আলেমদেরকেই বোঝানো হয়েছে। কারণ, এর পূর্বকার আলোচনা তাদের সম্পর্কেই চলছিল। [ফাতহুল কাদীর] এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত বর্ণনা এ সূরার ৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এসেছে।

[৫] আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছেঃ “সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ” করার কর্তব্যটি ত্যাগ করে ইয়াহুদীদের এসব মাশায়েখ ও আলেম অত্যন্ত বদভ্যাসে লিপ্ত হয়েছে। জাতিকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে দেখেও তারা বাধা দিচ্ছে না। লক্ষণীয় যে, পূর্বোক্ত আয়াতে সর্বসাধারণের দুষ্কর্ম বর্ণিত হয়েছিল। তাই এর শেষে

(لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

বলা হয়েছে, কিন্তু এ আয়াতে ইয়াহুদী মাশায়েখ ও আলেমদের ভ্রান্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তাই এর শেষে

(لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

বলা হয়েছে। কারণ, আরবী অভিধানের দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত সব কাজকেই (فعل) বলা হয়। (عمل) শব্দটি ঐ কাজকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় এবং (صنع) ও (صنعت) শব্দ ঐ কাজের বেলায় প্রয়োগ করা হয়, যা ইচ্ছার সাথে সাথে বারবার অভ্যাস ও লক্ষ্য হিসাবে ঠিক করে করা হয়। তাই সর্বসাধারণের কুকর্মের পরিণতির ক্ষেত্রে শুধু (عمل) শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে

(لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

আর বিশিষ্ট মাশায়েখ ও আলেমদের ভ্রান্ত কাজের জন্য (صنع) শব্দ প্রয়োগে

(لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)

বলা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মাশায়েখ ও আলেমদের জন্য সমগ্র কুরআনে এ আয়াতের চাইতে কঠোর হুঁশিয়ারী আর কোথাও নাই। তাফসীরবিদ যাহ্‌হাক বলেন, আমার মতে মাশায়েখ ও আলেমদের জন্য এ আয়াত সর্বাধিক ভয়াবহ। [তাবারী]

এ কারণেই জাতির সামগ্রিক সংশোধনের জন্যে কুরআন ও হাদীসে ‘সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ’ এর প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। কুরআন এ কর্তব্যটিকে উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য আখ্যা দিয়েছে এবং এর বিরুদ্ধাচরণ করাকে কঠোর পাপ ও শাস্তির কারণ বলে সাব্যস্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “কোন জাতির মধ্যে যখন কোন পাপ কাজ করা হয় অথচ কোন লোক তা নিষেধ করে না, তখন তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব প্রেরণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে যায়” ।

[মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৩৬৩]

মালেক ইবন দীনার রাহিমাল্লাহু বলেন, আল্লাহ তা’ আলা এক জায়গায় ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক বস্তি ধ্বংস করে দাও। ফেরেশ্তারা বললেন, এ বস্তিতে আপনার অমুক ইবাদতকারী বান্দাও

রয়েছে। নির্দেশ এল, তাকেও আঘাবের স্বাদ গ্রহণ করাও- আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখেও তার চেহারা কখনও ক্রোধে বিবর্ণ হয়নি। [কুরতুবী, বাহরে মুহীত]

তফসীরে আহসানুল বায়ান বলেছেন:-

[১] এখানে উলামা, মাশায়েখ, আবেদ ও ধর্মভীরু ব্যক্তিদেরকে ভৎসনা করা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষদের বেশীর ভাগ লোক তোমাদের সামনে পাপাচার, অপকর্ম এবং হারামখোরীতে লিপ্ত; কিন্তু তোমরা তাদেরকে নিষেধ কর না। এই অবস্থায় তোমাদের নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা খুব বড় অপরাধ। এর দ্বারা পরিষ্কার হয় যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দান করার কত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা পরিত্যাগ করা কত ভয়ানক ও কঠিন শাস্তিযোগ্য। যেমন বহু হাদীসেও এ বিষয়টি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

[২] অর্থাৎ, হে আহলে কিতাব! তোমরা আমাদের প্রতি যে বৈরীভাব পোষণ করছে তার কারণ তো এটা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আমরা আল্লাহর উপর, কুরআনের উপর এবং কুরআনের পূর্বে অবতীর্ণ সমুদয় কিতাবের উপর ঈমান এনেছি। এটাও কি কোন দোষের কথা? অর্থাৎ, এটা কোন দোষ ও নিন্দার কারণ হতে পারে না; যেমনটি তোমাদের মনে হয়েছে। এখানে استثناء منقطع হয়েছে। অবশ্য আমরা তোমাদেরকে বলে দিই, (আল্লাহর নিকট) অধিক নিকৃষ্ট ও পথভ্রষ্ট এবং ঘৃণার পাত্র ও তিরস্কারযোগ্য লোক কারা? এরা তারাই, যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের উপর তিনি রাগান্বিত হয়েছেন, আর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে বানর ও শূকরে পরিণত করেছেন এবং যারা তাগূত (গায়রুল্লাহ)এর পূজা করেছে। সুতরাং এই আয়নায় তোমরা নিজেদের চেহারা দেখে নাও। আর বল যে, যাদের ইতিহাস এই, তারা কারা? তারা কি তোমরাই নও?

[৩] এখানে মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা নবী (সাঃ)-এর নিকট কুফরী অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং কুফরী অবস্থাতেই প্রস্থান করে, আর নবী (সাঃ)-এর সাহচর্য, তাঁর নসীহত ও উপদেশ কোন কিছুই তাদের উপর প্রভাবশীল হয় না। কেননা তাদের হৃদয় কুফরীর কলুষতায় পরিপূর্ণ। আর নবী (সাঃ)-এর নিকট তাদের উপস্থিতির উদ্দেশ্য হিদায়াত ও উপদেশ গ্রহণ নয়; বরং প্রবঞ্চনা ও প্রতারণাই তাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং এরূপ উপস্থিতিতে উপকার কিভাবে সম্ভব?

[৪] এখানে উলামা, মাশায়েখ, আবেদ ও ধর্মভীরু ব্যক্তিদেরকে ভৎসনা করা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষদের বেশীর ভাগ লোক তোমাদের সামনে পাপাচার, অপকর্ম এবং হারামখোরীতে লিপ্ত; কিন্তু তোমরা তাদেরকে নিষেধ কর না। এই অবস্থায় তোমাদের নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা খুব বড় অপরাধ। এর দ্বারা পরিষ্কার হয় যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দান করার কত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা পরিত্যাগ করা কত ভয়ানক ও কঠিন শাস্তিযোগ্য। যেমন বহু হাদীসেও এ বিষয়টি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।